একোনষষ্টিতম অধ্যায়

নরকাসুর বধ

এই অধ্যায়ে বলা হয়েছে, কিভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ভূমিদেবীর পুত্র নরকাসুরকে বধ করেছিলেন এবং সেই অসুরের কবলে অপহৃতা সহস্র রমণীকে বিবাহ করেছিলেন। কিভাবে শ্রীভগবান স্বর্গ থেকে পারিজাত বৃক্ষ হরণ করেছিলেন এবং কিভাবে তার প্রতিটি প্রাসাদে তিনি সাধারণ গৃহস্থের মতো আচরণ করতেন, সেই বিষয়েও এখানে বর্ণনা করা হয়েছে।

বরুণদেবের ছত্র, মাতা অদিতির কুণ্ডল এবং মণি পর্বত নামক দেবতাগণের ক্রীড়াক্ষেত্র নরকাসুর অপহরণ করবার পরে, ইন্দ্র দ্বারকায় গেলেন এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কাছে অসুরের অত্যাচারের কথা বর্ণনা করলেন। রাণী সত্যভামার সঙ্গে একত্রে শ্রীভগবান তাঁর বাহন গরুড়ে আরোহণ করলেন এবং নরকাসুরের রাজ্যে উপস্থিত হলেন। নগরীর বাইরে একটি মাঠে তিনি তাঁর চক্র দ্বারা দানব মুরের শিরচ্ছেদ করলেন। তারপর তিনি মুরের সাত পুত্রের সঙ্গে যুদ্ধ করলেন এবং তাদের যমালয়ে পাঠালেন। এরপর নরকাসুর নিজে হাতির পিঠে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রবেশ করে। তখন নরকাসুর শ্রীকৃষ্ণের দিকে তার শক্তি অস্ত্র নিক্ষেপ করল কিন্তু অস্ত্রটি নিষ্ক্রিয় হয়ে গেল এবং অসুরের সমগ্র সৈন্যবাহিনীকে শ্রীভগবান ছিন্ন ভিন্ন করলেন। অবশেষে, তাঁর তীক্ষ্ণধার চক্রে শ্রীকৃষ্ণ নরকাসুরের মস্তক ছেদন করলেন।

তখন ভূমিদেবী, পৃথিবী, শ্রীকৃষ্ণের কাছে এলেন এবং তাঁকে নরকাসুরের দ্বারা অপহৃত বিভিন্ন দ্রব্য সামগ্রী প্রদান করলেন। তিনি শ্রীভগবানের উদ্দেশ্যে স্তুতি নিবেদন করলেন এবং ভয়ভীত নরকের পুত্রকে শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে অর্পণ করলেন। অসুরের পুত্রকে অভয় দান করার পরে শ্রীকৃষ্ণ নরকাসুরের প্রাসাদে প্রবেশ করলেন যেখানে তিনি ষোল হাজার একশত যুবতী রমণীকে দেখতে পেলেন। শ্রীভগবানকে দর্শন করা মাত্র তাঁরা সকলে তাঁকে পতিরূপে বরণ করার সিদ্ধান্ত নিলেন। বিপুল পরিমাণ ধন-সম্পদ সমেত শ্রীভগবান তাঁদের দ্বারকায় পাঠিয়ে দিলেন এবং তারপর রাণী সত্যভামাকে নিয়ে তিনি ইন্দ্রালয়ে গিয়েছিলেন। সেখানে তিনি অদিতির কুণ্ডলটি প্রত্যর্পণ করেন এবং ইন্দ্র ও তাঁর পত্নী শচীদেবী তাঁর অর্চনা করলেন। সত্যভামার অনুরোধে, শ্রীকৃষ্ণ স্বর্গের পারিজাত বৃক্ষ উৎপাটন করলেন এবং তা গরুড়ের পিঠে তুলে নিলেন। বৃক্ষটি গ্রহণে বিরোধিতা করেছিলেন যে-ইন্দ্র এবং অন্যান্য দেবতাগণ, তাঁদের পরাস্ত করার পর রাণী

সত্যভামাকে নিয়ে শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় ফিরে এলেন, সেখানে সত্যভামার প্রাসাদের কাছেই এক উদ্যানে তিনি বৃক্ষটি রোপণ করেছিলেন।

প্রকৃতপক্ষে, ইন্দ্র ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম নিবেদনের জন্য এবং নরকাসুরকে বধ করার জন্য তাঁর কাছে প্রার্থনার উদ্দেশ্যে এসেছিলেন, কিন্তু পরে যখন তাঁর কার্যসিদ্ধি হয়েছিল, তখন তিনি শ্রীভগবানের সঙ্গে কলহ করলেন। দেবতারা ক্রোধ প্রবণ হয়ে থাকেন, কারণ তাঁদের ঐশ্বর্যের দম্ভে তাঁরা মত্ত হয়ে ওঠেন।

ভগবান অচ্যুত নিজেকে ষোল হাজার একশত ভিন্ন রূপে প্রকাশিত করলেন এবং ষোল হাজার একশত বধূর প্রত্যেককেই ভিন্ন-ভিন্ন মন্দিরে বিবাহ করলেন। তাঁর বহু পত্নীর প্রত্যেকের কাছ থেকে বিভিন্ন ধরনের সেবা গ্রহণ করে সাধারণ মানুষের মতোই তিনি গৃহস্থ জীবনের প্রয়োজনীয় কাজকর্ম করতে থাকলেন।

শ্লোক ১

শ্রীরাজোবাচ

যথা হতো ভগবতা ভৌমো যেন চ তাঃ স্ত্রিয়ঃ ।
নিরুদ্ধা এতদাচক্ষ্ব বিক্রমং শার্ঙ্গধন্বনঃ ॥ ১ ॥

শ্রীরাজা উবাচ—রাজা (পরীক্ষিৎ) বললেন; **যথা**—যেভাবে; **হতঃ**—হত হয়েছিল; **ভগবতা**—ভগবানের দ্বারা; **ভৌমঃ**—পৃথিবীর দেবী, ভূমির পুত্র, নরকাসুর; **যেন**—যার দ্বারা; **চ**—এবং; **তাঃ**—সেই সকল; **স্ত্রিয়ঃ**—রমণী; **নিরুদ্ধাঃ**—বন্দী; **এতৎ**—এই; **আচক্ষ**—বর্ণনা করুন; **বিক্রমম্**—বিক্রম; **শার্ঙ্গ-ধন্বনঃ**—শার্ঙ্গ ধনুকের অধিকারী, শ্রীকৃষ্ণের।

অনুবাদ

(রাজা পরিক্ষীৎ বললেন—) অসংখ্য রমণীকে অপহরণকারী ভৌমাসুর কিভাবে শ্রীভগবানের হাতে নিহত হয়েছিল? দয়া করে ভগবান শার্ঙ্গধন্বার এই বিক্রম বর্ণনা করুন।

শ্লোক ২-৩

শ্রীশুক উবাচ

ইন্দ্রেণ হৃতছত্রেণ হৃতকুণ্ডলবন্ধুনা ।
হৃতামরাদ্রিস্থানেন জ্ঞাপিতো ভৌমচেষ্টিতম্ ।
সভার্যো গরুড়ারূঢ়ঃ প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরং যযৌ ॥ ২ ॥

গিরিদুর্গৈঃ শস্ত্রদুর্গৈর্জলাগ্ন্যনিলদুর্গমম্ ।
মুরপাশাযুতৈর্ঘোরৈর্দৃঢ়ৈঃ সর্বত আবৃতম্ ॥ ৩ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শুকদেব গোস্বামী বললেন; **ইন্দ্রেণ**—ইন্দ্রের দ্বারা; **হৃত-ছত্রেণ**—যাঁর কাছ থেকে (বরুণের) ছত্র অপহৃত হয়েছিল; **হৃত-কুণ্ডল**—কুণ্ডলের অপহরণ; **বন্ধুনা**—তাঁর আত্মীয়ের (তাঁর মা অদিতির); **হৃত**—এবং অপহৃত; **অমর-অদ্রি**—দেবতাদের পর্বতে (মন্দর); **স্থানেন**—বিশেষ স্থানের (এর চূড়ার আমোদ প্রমোদের স্থান, মণি-পর্বত নামে পরিচিত); **জ্ঞাপিতঃ**—জ্ঞাপন করার জন্য; **ভৌম-চেষ্টিতম্**—ভৌমের আচরণের; **স**—সহ; **ভার্যঃ**—তাঁর পত্নী (সত্যভামা); **গরুড়-আরূঢ়ঃ**—বৃহৎ পক্ষী গরুড়ে আরোহণ করে; **প্রাগ-জ্যোতিষ-পুরম্**—ভৌমের রাজধানী প্রাগজ্যোতিষপুর নগরীতে (আসামে তেজপুর রূপে এখনও বর্তমান); **যযৌ**—তিনি গমন করলেন; **গিরি**—পর্বত সমন্বিত; **শস্ত্র**—অস্ত্রশস্ত্রাদি সহ; **দুর্গৈঃ**—দুর্গ দ্বারা; **জল**—জলের; **অগ্নি**—অগ্নি; **অনিল**—এবং বায়ু; **দুর্গমম্**—দুর্গম; **মুর-পাশ**—মুর-পাশ দ্বারা; **অযুতৈঃ**—অযুত; **ঘোরৈঃ**—ভয়ঙ্কর; **দৃঢ়ৈঃ**—এবং দৃঢ়; **সর্বতঃ**—চতুর্দিকে; **আবৃতম্**—পরিবেষ্টিত।

অনুবাদ

শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন—বরুণের ছত্র ও মন্দর পর্বতের চূড়ায় দেবতাদের ক্রীড়াভূমি সহ ইন্দ্রের মাতার কুণ্ডল ভৌম অপহরণ করার পর, ইন্দ্র শ্রীকৃষ্ণের কাছে গমন করে, এই সকল দুর্ব্যবহার তাঁকে অবহিত করলেন। শ্রীভগবান, তাঁর পত্নী সত্যভামাকে নিয়ে গরুড়ে আরোহণ করে চতুর্দিকে গিরিপর্বতাদি, স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রশস্ত্রাদি, জলস্রোত, অগ্নিবলয় ও ক্ষুরধার বায়ুবেগ এবং মুরপাশ নামক জালের আবরণে সুরক্ষিত প্রাগজ্যোতিষপুরে গমন করলেন।

তাৎপর্য

বিভিন্ন সম্ভাব্য উপায়ে আচার্যবর্গ বর্ণনা করেছেন যে, শ্রীকৃষ্ণ তাঁর পত্নী সত্যভামাকে কেন তাঁর সঙ্গে নিয়েছিলেন। শ্রীল শ্রীধর স্বামী এই বলে শুরু করেছেন যে, শ্রীভগবান তাঁর দুঃসাহসিক পত্নীকে অভিনব অভিজ্ঞতা প্রদান করতে চেয়েছিলেন আর তাই তিনি তাঁকে এই অসাধারণ যুদ্ধের দৃশ্যে গ্রহণ করেছিলেন। উপরন্তু, শ্রীকৃষ্ণ একবার ধরিত্রীদেবী ভূমিকে এই আশীর্বাদ অনুমোদন করেছিলেন যে, তাঁর অনুমতি ব্যতীত তিনি তাঁর আসুরিক সন্তানকে হত্যা করবেন না। যেহেতু সত্যভামার অংশপ্রকাশ ভূমি, তাই সত্যভামা শ্রীকৃষ্ণকে অস্বাভাবিকভাবে কদর্য ভৌমাসুরের প্রতি যা করার প্রয়োজন তা করবার জন্য অনুমোদন করতে পারতেন।

অবশেষে নারদ মুনি যখন স্বর্গের একটি পারিজাত ফুল রাণী রুক্মিণীর জন্য নিয়ে আসেন, তখন সত্যভামা বিরক্তি প্রকাশ করেছিলেন। সত্যভামাকে শান্ত করার জন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে, "আমি তোমাকে এই সমস্ত ফুলের সম্পূর্ণ একটি গাছ এনে দেব" এবং তাই ভগবান তাঁর ভ্রমণপথের মধ্যে স্বর্গের গাছটি সংগ্রহ করার পরিকল্পনা করেছিলেন।

এমনকি এখনও ঐকান্তিক স্বামীরা তাঁদের পত্নীদের নিয়ে দোকানে যান এবং সেইভাবে শ্রীকৃষ্ণও সত্যভামাকে স্বর্গে নিয়ে গিয়েছিলেন স্বর্গের একটি গাছ নিয়ে আসার জন্য আর সেইসঙ্গে ভৌমাসুরের অপহৃত দ্রব্য পুনরুদ্ধার করে সেগুলি প্রকৃত মালিকের কাছে ফিরিয়ে দেবার জন্য।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর উল্লেখ করছেন যে, যুদ্ধের চরম মুহূর্তে রাণী সত্যভামা স্বাভাবিকভাবেই শ্রীকৃষ্ণের নিরাপত্তার জন্য উদ্বিগ্ন হয়েছিলেন এবং যুদ্ধ শেষ হবার জন্য প্রার্থনা করছিলেন। তাই তিনি সরাসরিভাবে শ্রীকৃষ্ণকে তাঁর অংশপ্রকাশ, ভূমির পুত্রকে হত্যা করার অনুমতি দিয়েছিলেন।

শ্লোক ৪

গদয়া নির্বিভেদাদ্রীন্ শস্ত্রদুর্গাণি সায়কৈঃ ।
চক্রেণাগ্নিং জলং বায়ুং মুরপাশাংস্তথাসিনা ॥ ৪ ॥

গদয়া—তাঁর গদা দ্বারা; **নির্বিভেদ**—তিনি ভঙ্গ করেছিলেন; **অদ্রীন্**—গিরি; **শস্ত্র-দুর্গাণি**—অস্ত্রের প্রতিরোধ; **সায়কৈঃ**—তাঁর তীর দ্বারা; **চক্রেণ**—তাঁর চক্র দ্বারা; **অগ্নিম্**—অগ্নি; **জলম্**—জল; **বায়ুম্**—এবং বায়ু; **মুর-পাশান্**—মুর পাশ; **তথা**—তেমনই; **অসিনা**—তাঁর অসি দ্বারা।

অনুবাদ

শ্রীভগবান তাঁর গদা দ্বারা গিরি দুর্গ ভঙ্গ করলেন; তাঁর তীর দ্বারা অস্ত্র দুর্গ; তাঁর চক্র দ্বারা অগ্নি, জল এবং বায়ু দুর্গ; এবং তাঁর অসি দ্বারা মুর-পাশ ছিন্ন করলেন।

শ্লোক ৫

শঙ্খনাদেন যন্ত্রাণি হৃদয়ানি মনস্বিনাম্ ।
প্রাকারং গদয়া গুর্ব্যা নির্বিভেদ গদাধরঃ ॥ ৫ ॥

শঙ্খ—তাঁর শঙ্খের; **নাদেন**—ধ্বনিতে; **যন্ত্রাণি**—অলৌকিক শক্তি; **হৃদয়ানি**—হৃদয়; **মনস্বিনাম্**—সাহসী যোদ্ধাদের; **প্রাকারম্**—প্রাকার; **গদয়া**—তাঁর গদা দ্বারা; **গুর্ব্যা**—প্রচণ্ড; **নির্বিভেদ**—তিনি ভঙ্গ করলেন; **গদাধরঃ**—শ্রীকৃষ্ণ।

অনুবাদ

ভগবান গদাধর তখন তাঁর শঙ্খধ্বনির দ্বারা দুর্গের অলৌকিক আবদ্ধতা ও তাঁর প্রতিরোধকারী বীরদের হৃদয় চূর্ণ করলেন এবং পরিবেষ্টিত প্রাকারগুলি তাঁর প্রচণ্ড গদা দ্বারা তিনি ধ্বংস করলেন।

শ্লোক ৬

পাঞ্চজন্যধ্বনিং শ্রুত্বা যুগান্তাশনিভীষণম্ ।
মুরঃ শয়ান উত্তস্থৌ দৈত্যঃ পঞ্চশিরা জলাৎ ॥ ৬ ॥

পাঞ্চজন্য—শ্রীকৃষ্ণের শঙ্খ পাঞ্চজন্যের; **ধ্বনিম্**—ধ্বনি; **শ্রুত্বা**—শ্রবণ করে; **যুগ**—যুগের; **অন্ত**—অন্তে; **অশনি**—বজ্রের (ধ্বনির মতো); **ভীষণম্**—ভীষণ; **মুরঃ**—মুর; **শয়ানঃ**—নিদ্রিত; **উত্তস্থৌ**—উত্থিত হয়েছিল; **দৈত্যঃ**—দানব; **পঞ্চ-শিরাঃ**—পাঁচটি মস্তক বিশিষ্ট; **জলাৎ**—(দুর্গকে পরিবৃত পরিখার) জল থেকে।

অনুবাদ

যুগাবসানের সময়ে বজ্রের ভয়ঙ্কর শব্দের মতো শ্রীকৃষ্ণের পাঞ্চজন্য শঙ্খের ধ্বনি যখন নগরীর পরিখার গভীরে নিদ্রিত পঞ্চশির বিশিষ্ট মুর দানব শ্রবণ করল, তখন সে জেগে উঠল।

শ্লোক ৭

ত্রিশূলমুদ্যম্য সুদুর্নিরীক্ষণো
যুগান্তসূর্যানলরোচিরুল্বণঃ ।
গ্রসংস্ত্রিলোকীমিব পঞ্চভির্মুখৈর্
অভ্যদ্রবৎ তার্ক্ষ্যসুতং যথোরগঃ ॥ ৭ ॥

ত্রিশূলম্—তার ত্রিশূল; **উদ্যম্য**—উদ্যত; **সু**—অত্যন্ত; **দুর্নিরীক্ষণঃ**—অবলোকন করা দুঃসাধ্য; **যুগ-অন্ত**—একটি যুগের সমাপ্তিতে; **সূর্য**—সূর্যের; **অনল**—অগ্নি (মতো); **রোচিঃ**—যার জ্যোতি; **উল্বণঃ**—ভীষণ; **গ্রসন্**—গ্রাস করতে করতে; **ত্রি-লোকীম্**—ত্রিভুবন; **ইব**—যেন; **পঞ্চভিঃ**—তার পাঁচটি; **মুখৈঃ**—মুখ; **অভ্যদ্রবৎ**—সে আক্রমণ করল; **তার্ক্ষ্য-সুতম্**—তার্ক্ষ্যের পুত্র গরুড়কে; **যথা**—যেমন; **উরগঃ**—সর্প।

অনুবাদ

যুগের সমাপ্তিকালে সূর্যের আগুনের মতো চোখ আঁধার-করা ভয়ঙ্কর জ্যোতিতে দীপ্তিমান মুর যেন তার পঞ্চমুখে ত্রিভুবনকে গ্রাস করছিল। আগ্রাসী এক সর্পের মতো ত্রিশূল উদ্যত করে তার্ক্ষ্য পুত্র গরুড়কে সে আক্রমণ করল।

শ্লোক ৮

আবিধ্য শূলং তরসা গরুত্মতে
নিরস্য বক্ত্রের্ব্যনদৎ স পঞ্চভিঃ ।
স রোদসী সর্বদিশোঽম্বরং মহান্
আপূরয়ন্নণ্ডকটাহমাবৃণোৎ ॥ ৮ ॥

আবিধ্য—উত্তোলন করে; **শূলম্**—তার ত্রিশূল; **তরসা**—সবেগে; **গরুত্মতে**—গরুড়ের দিকে; **নিরস্য**—তা নিক্ষেপ করে; **বক্ত্রৈঃ**—তার মুখ দিয়ে; **ব্যনদৎ**—শব্দ করে উঠল; **সঃ**—সে; **পঞ্চভিঃ**—পঞ্চ; **স**—সেই; **রোদসী**—মর্ত্য ও আকাশ; **সর্ব**—সকল; **দিশঃ**—দিক; **অম্বরম্**—মহাশূন্য; **মহান্**—প্রবল (গর্জন); **আপূরয়ন্**—পূর্ণ করে; **অণ্ড**—ব্রহ্মাণ্ডের চারিদিকে অণ্ডের মতো আচ্ছাদন; **কটাহম্**—কটাহ; **আবৃণোৎ**—আবৃত।

অনুবাদ

মুর তার ত্রিশূলটি ঘোরাতে লাগল এবং তারপর তার পঞ্চমুখে গর্জন করে ভয়ঙ্করভাবে তা গরুড়ের দিকে নিক্ষেপ করল। সেই শব্দ মর্ত্য এবং আকাশের সর্বদিকে পূর্ণ হয়ে মহাকাশের সীমায় ব্রহ্মকটাহে প্রতিধ্বনিত হল।

শ্লোক ৯

তদাপতদ্বৈ ত্রিশিখং গরুত্মতে
হরিঃ শরাভ্যামভিনৎ ত্রিধৌজসা ।
মুখেষু তং চাপি শরৈরতাড়য়ৎ
তস্মৈ গদাং সোঽপি রুষা ব্যমুঞ্চত ॥ ৯ ॥

তদা—তখন; **আপতৎ**—উড়ন্ত; **বৈ**—বস্তুতঃ; **ত্রি-শিখম্**—ত্রিশূল; **গরুত্মতে**—গরুড়ের প্রতি; **হরিঃ**—শ্রীকৃষ্ণ; **শরাভ্যাম্**—দুটি তীর দ্বারা; **অভিনৎ**—ভঙ্গ করলেন; **ত্রিধা**—তিনটি খণ্ডে; **ওজসা**—বলপূর্বক; **মুখেষু**—তার মুখে; **তম্**—তাকে, মুরকে; **চ**—এবং; **অপি**—ও; **শরৈঃ**—তীর দ্বারা; **অতাড়য়ৎ**—তিনি আঘাত করলেন; **তস্মৈ**—তাঁকে, শ্রীকৃষ্ণকে; **গদাম্**—তার গদা; **সঃ**—সে, মুর; **অপি**—এবং; **রুষা**—ক্রোধে; **ব্যমুঞ্চত**—মুক্ত করল।

অনুবাদ

গরুড়ের দিকে ধাবিত ত্রিশূলটিকে তখন দুটি তীর দিয়ে আঘাত করে ভগবান শ্রীহরি তিনটি খণ্ডে ভঙ্গ করলেন। অতঃপর শ্রীভগবান কয়েকটি তীর দিয়ে

মুরের মুখে আঘাত করলেন এবং দানবটিও ক্রুদ্ধ হয়ে শ্রীভগবানের দিকে গদা নিক্ষেপ করল।

শ্লোক ১০

তামাপতন্তীং গদয়া গদাং মৃধে
গদাগ্রজো নির্বিভিদে সহস্রধা ।
উদ্যম্য বাহূনভিধাবতোঽজিতঃ
শিরাংসি চক্রেণ জহার লীলয়া ॥ ১০ ॥

তাম্—সেই; **আপতন্তীম্**—ধাবিত; **গদয়া**—তাঁর গদা দিয়ে; **গদাম্**—গদা; **মৃধে**—যুদ্ধক্ষেত্রে; **গদ-অগ্রজঃ**—গদ'র জ্যেষ্ঠভ্রাতা, শ্রীকৃষ্ণ; **নির্বিভিদে**—ভঙ্গ করলেন; **সহস্রধা**—সহস্র খণ্ডে; **উদ্যম্য**—উদ্যত করে; **বাহূন্**—তার বাহুগুলি; **অভিধাবতঃ**—তাঁর অভিমুখে ধাবিত হলে; **অজিতঃ**—অজিত শ্রীকৃষ্ণ; **শিরাংসি**—মস্তক; **চক্রেণ**—তাঁর চক্র দিয়ে; **জহার**—ছেদন করলেন; **লীলয়া**—সহজেই।

অনুবাদ

যুদ্ধক্ষেত্রে মুরের গদা শ্রীভগবানের দিকে ধাবিত হলে, ভগবান শ্রীগদাগ্রজ তাঁর নিজ গদা দিয়ে তার গদাকে আঘাত করে সহস্র খণ্ডে ভঙ্গ করলেন। মুর তখন তার বাহুগুলি উপরে তুলে অজিত শ্রীভগবানের দিকে ধাবিত হলে তিনি সহজেই তাঁর চক্র দিয়ে তার মাথাগুলি ছিন্ন করলেন।

শ্লোক ১১

ব্যসুঃ পপাতাম্ভসি কৃত্তশীর্ষো
নিকৃত্তশৃঙ্গোঽদ্রিরিবেন্দ্রতেজসা ।
তস্যাত্মজাঃ সপ্ত পিতুর্বধাতুরাঃ
প্রতিক্রিয়ামর্ষজুষঃ সমুদ্যতাঃ ॥ ১১ ॥

ব্যসুঃ—প্রাণহীন; **পপাত**—সে পতিত হল; **অম্ভসি**—জলের মধ্যে; **কৃত্ত**—বিচ্ছিন্ন; **শীর্ষঃ**—তার মাথাগুলি; **নিকৃত্ত**—বিচ্ছিন্ন; **শৃঙ্গঃ**—যার চূড়া; **অদ্রিঃ**—পর্বত; **ইব**—যেন; **ইন্দ্র**—ইন্দ্রদেবের; **তেজসা**—শক্তি দ্বারা (অর্থাৎ তার বজ্র দিয়ে); **তস্য**—তার, মুরের; **আত্ম-জাঃ**—পুত্রেরা; **সপ্ত**—সাতজন; **পিতুঃ**—তাদের পিতার; **বধ**—বধ দ্বারা; **আতুরাঃ**—অত্যন্ত শোকার্ত; **প্রতিক্রিয়া**—প্রতিশোধের জন্য; **অমর্ষ**—ক্রোধ; **জুষঃ**—অনুভব করে; **সমুদ্যতাঃ**—উদ্যত হল।

অনুবাদ

ইন্দ্রের বজ্রাঘাতে বিচ্ছিন্ন পর্বতশৃঙ্গেরই মতো প্রাণহীন মুরের ছিন্নমস্তক দেহটি জলের মধ্যে পড়ে গেল। অসুরের সাত পুত্র তাদের পিতার মৃত্যুতে ক্রুদ্ধ হয়ে প্রতিশোধ গ্রহণে উদ্যত হল।

শ্লোক ১২

তাম্রোঽন্তরিক্ষঃ শ্রবণো বিভাবসুর্
বসুর্নভস্বানরুণশ্চ সপ্তমঃ ।
পীঠং পুরস্কৃত্য চমূপতিং মৃধে
ভৌমপ্রযুক্তা নিরগন্ ধৃতায়ুধাঃ ॥ ১২ ॥

তাম্রঃ অন্তরিক্ষঃ শ্রবণঃ বিভাবসুঃ—তাম্র, অন্তরিক্ষ, শ্রবণ ও বিভাবসু; বসুঃ নভস্বান্—বসু ও নভস্বান; অরুণঃ—অরুণ; চ—এবং; সপ্তমঃ—সপ্তম; পীঠম্—পীঠ; পুরঃ-কৃত্য—অগ্রবর্তী করে; চমূ-পতিম্—তাদের সেনাপতি; মৃধে—যুদ্ধক্ষেত্রে; ভৌম—ভৌমাসুর দ্বারা; প্রযুক্তাঃ—নিয়োজিত; নিরগন্—তারা দুর্গ থেকে নির্গত হল; ধৃত—ধারণ করে; আয়ুধাঃ—অস্ত্রশস্ত্র।

অনুবাদ

ভৌমাসুরের নির্দেশে মুরের সাত পুত্র—তাম্র, অন্তরিক্ষ, শ্রবণ, বিভাবসু, বসু, নভস্বান এবং অরুণ—তাদের সেনাপতি পীঠকে অনুসরণ করে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে অগ্রসর হল।

শ্লোক ১৩

প্রাযুঞ্জতাসাদ্য শরানসীন্ গদাঃ
শক্ত্যৃষ্টিশূলান্যজিতে রুষোল্বণাঃ ।
তচ্ছস্ত্রকূটং ভগবান্ স্বমার্গণৈর্
অমোঘবীর্যস্তিলশশ্চকর্ত হ ॥ ১৩ ॥

প্রাযুঞ্জত—তারা ব্যবহার করল; আসাদ্য—আক্রমণ করে; শরান্—তীর; অসীন্—তরবারি; গদা—গদা; শক্তি—বর্শা; ঋষ্টি—ভল্ল নামে তরবারি; শূলানি—এবং ত্রিশূল; অজিতে—অপরাজেয় শ্রীকৃষ্ণের বিরুদ্ধে; রুষা—ক্রুদ্ধভাবে; উল্বণাঃ—হিংস্র; তৎ—তাদের; শস্ত্র—অস্ত্রের; কূটম্—পর্বত; ভগবান্—ভগবান; স্ব—তাঁর নিজ; মার্গণৈঃ—তীরগুলি; অমোঘ—কখনও বিফল হয় না; বীর্যঃ—যার বিক্রম; তিলশঃ—তিল তিল খণ্ডে; চকর্ত হ—তিনি ছেদন করলেন।

অনুবাদ

সেই সমস্ত হিংস্র যোদ্ধারা ক্রুদ্ধভাবে অপরাজেয় ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে তীর, তরবারি, গদা, বর্শা, ভল্ল ও ত্রিশূল নিয়ে আক্রমণ করল, কিন্তু অমোঘবীর্য ভগবান এই সকল অস্ত্রের পর্বতরাশিকে তাঁর বান দিয়ে তিল তিল খণ্ডে ছেদন করলেন।

শ্লোক ১৪

তান্ পীঠমুখ্যাননয়দ্যমক্ষয়ং
নিকৃত্তশীর্ষোরুভুজাঙ্ঘ্রিবর্মণঃ ।
স্বানীকপানচ্যুতচক্রসায়কৈস্
তথা নিরস্তান্ নরকো ধরাসুতঃ ।
নিরীক্ষ্য দুর্মর্ষণ আস্রবন্মদৈর্
গজৈঃ পয়োধিপ্রভবৈর্নিরাক্রমাৎ ॥ ১৪ ॥

তান্—তাদের; **পীঠ-মুখ্যান্**—পীঠ দ্বারা পরিচালিত; **অনয়ৎ**—তিনি প্রেরণ করলেন; **যম**—মৃত্যুর অধিপতি, যমরাজের; **ক্ষয়ম্**—আলয়ে; **নিকৃত্ত**—ছেদন করলেন; **শীর্ষ**—তাদের মস্তক; **উরু**—উরু; **ভুজ**—বাহু; **অঙ্ঘ্রি**—পদ; **বর্মণঃ**—এবং বর্ম; **স্ব**—তার; **অনীক**—সৈন্যদের; **পান্**—নেতা; **অচ্যুত**—শ্রীকৃষ্ণের; **চক্র**—চক্র দ্বারা; **সায়কৈঃ**—এবং তীর; **তথা**—এইভাবে; **নিরস্তান্**—নিরস্ত; **নরকঃ**—ভৌম; **ধরা**—ধরিত্রী দেবীর; **সুতঃ**—পুত্র; **নিরীক্ষ্য**—দর্শন করে; **দুর্মর্ষণঃ**—সহ্য করতে না পেরে; **আস্রবৎ**—স্রাবী; **মদৈঃ**—উন্মত্ত হাতীর কপাল থেকে নির্গত ঘন রস ক্ষরণ বিশেষ; **গজৈঃ**—হস্তী দ্বারা; **পয়ঃধি**—দুগ্ধ সমুদ্র হতে; **প্রভবৈঃ**—জাত; **নিরাক্রমাৎ**—সে নির্গত হল।

অনুবাদ

পীঠ দ্বারা পরিচালিত এই সকল বিপক্ষদের শ্রীভগবান মস্তক, উরু, বাহু, পদ, ও বর্ম ছেদন করলেন এবং তাদের সকলকে যমালয়ে প্রেরণ করলেন। ভূমির পুত্র, নরকাসুর, যখন তার সেনাপতির দুর্গতি লক্ষ্য করল, তখন সে আর ক্রোধ সহ্য করতে পারল না। তাই সে দুগ্ধ সমুদ্রে জাত মদস্রাবী হস্তীতে আরোহণ করে দুর্গ হতে নির্গত হল।

শ্লোক ১৫

দৃষ্ট্বা সভার্যং গরুড়োপরি স্থিতং
সূর্যোপরিষ্টাৎ সতড়িদ্ ঘনং যথা ।

কৃষ্ণং স তস্মৈ ব্যসৃজচ্ছতঘ্নীং
যোধাশ্চ সর্বে যুগপৎ চ বিব্যধুঃ ॥ ১৫ ॥

দৃষ্ট্বা—দর্শন করে; **স-ভার্যম্**—তাঁর পত্নীর সঙ্গে; **গরুড়-উপরি**—গরুড়ের উপরে; **স্থিতম্**—স্থিত; **সূর্য**—সূর্য; **উপরিষ্টাৎ**—অপেক্ষাকৃত উচ্চ; **স-তড়িৎ**—বিদ্যুৎযুক্ত; **ঘনম্**—একটি মেঘ; **যথা**—সদৃশ; **কৃষ্ণম্**—শ্রীকৃষ্ণ; **সঃ**—সে, ভৌম; **তস্মৈ**—তাঁর প্রতি; **ব্যসৃজৎ**—নিক্ষেপ করল; **শতঘ্নীম্**—শতঘ্নী (তার শক্তি ভল্লের নাম); **যোধাঃ**—তার সৈন্যগণ; **চ**—এবং; **সর্বে**—সকল; **যুগপৎ**—একই সাথে; **চ**—এবং; **বিব্যধুঃ**—আক্রমণ করল।

অনুবাদ

গরুড়ে আরোহণকারী শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁর পত্নীকে সূর্যের উপরে আসীন বিদ্যুত যুক্ত মেঘের মতো দেখাচ্ছিল। ভগবানকে দর্শন করে তাঁর প্রতি ভৌম তার শতঘ্নী অস্ত্র প্রয়োগ করল এবং একই সাথে ভৌমের সকল সৈন্য তাদের অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে আক্রমণ করল।

শ্লোক ১৬

তদ্ ভৌমসৈন্যং ভগবান্ গদাগ্রজো
বিচিত্রবাজৈর্নিশিতৈঃ শিলীমুখৈঃ ।
নিকৃত্তবাহূরুশিরোধ্রবিগ্রহং
চকার তর্হ্যেব হতাশ্বকুঞ্জরম্ ॥ ১৬ ॥

তৎ—সেই; **ভৌম-সৈন্যম্**—ভৌমাসুরের সৈন্যবাহিনী; **ভগবান্**—ভগবান; **গদাগ্রজঃ**—শ্রীকৃষ্ণ; **বিচিত্র**—বিচিত্র; **বাজৈঃ**—পালকগুলি; **নিশিতৈঃ**—তীক্ষ্ণ; **শিলীমুখৈঃ**—তীর দ্বারা; **নিকৃত্ত**—ছেদন করলেন; **বাহু**—বাহু; **উরু**—উরু; **শিরঃ-ধ্র**—এবং স্কন্ধ; **বিগ্রহম্**—যাদের দেহগুলি; **চকার**—করল; **তর্হি এব**—সেই মুহূর্তে; **হত**—হত; **অশ্ব**—অশ্ব; **কুঞ্জরম্**—এবং হস্তী।

অনুবাদ

সেই মুহূর্তে ভগবান গদাগ্রজ তাঁর তীক্ষ্ণ বাণগুলি ভৌমের সৈন্যবাহিনীর উপর নিক্ষেপ করলেন। রঙিন পালক লাগানো এই বানগুলি শীঘ্রই সেই সৈন্যবাহিনীকে বাহু, উরু ও স্কন্ধ বিচ্ছিন্ন দেহের স্তূপে পরিণত করল। শ্রীভগবান একইভাবে বিপক্ষের অশ্ব ও হাতিগুলিকেও নিহত করেছিলেন।

শ্লোক ১৭-১৯

যানি যোধৈঃ প্রযুক্তানি শস্ত্রাস্ত্রাণি কুরূদ্বহ ।
হরিস্তান্যচ্ছিনৎ তীক্ষ্ণৈঃ শরৈরেকৈকশস্ত্রিভিঃ ॥ ১৭ ॥
উহ্যমানঃ সুপর্ণেন পক্ষাভ্যাং নিঘ্নতা গজান্ ।
গরুত্মতা হন্যমানাস্তুণ্ডপক্ষনখৈর্গজাঃ ॥ ১৮ ॥
পুরমেবাবিশন্নার্তা নরকো যুধ্যযুধ্যত ।
দৃষ্ট্বা বিদ্রাবিতং সৈনং গরুড়েনার্দিতং স্বকম্ ॥ ১৯ ॥

যানি—যে সকল; **যোধৈঃ**—যোদ্ধাদের দ্বারা; **প্রযুক্তানি**—ব্যবহৃত; **শস্ত্র**—ছেদনকারী অস্ত্র; **অস্ত্রাণি**—এবং নিক্ষিপ্ত অস্ত্র; **কুরু-উদ্বহ**—হে কুরু শ্রেষ্ঠ (রাজা পরীক্ষিৎ); **হরিঃ**—ভগবান শ্রীকৃষ্ণ; **তানি**—তাদের; **অচ্ছিনৎ**—খণ্ড খণ্ড করলেন; **তীক্ষ্ণৈঃ**—তীক্ষ্ণ; **শরৈঃ**—তীর দ্বারা; **এক-একশঃ**—প্রত্যেককে; **ত্রিভিঃ**—তিনটি; **উহ্যমানঃ**—বাহিত হয়ে; **সু-পর্ণেন**—গরুড়ের বিশাল পক্ষ দ্বারা; **পক্ষাভ্যাম্**—তার উভয় পক্ষ দ্বারা; **নিঘ্নতা**—আঘাত করছিল; **গজান্**—হাতিগুলি; **গরুৎ-মতা**—গরুড়ের দ্বারা; **হন্যমানাঃ**—প্রহৃত হয়ে; **তুণ্ড**—তার চঞ্চু দিয়ে; **পক্ষ**—ডানা; **নখৈঃ**—এবং নখ; **গজাঃ**—হাতিগুলি; **পুরম্**—নগরে; **এব**—বস্তুতঃ; **আবিশন্ন**—ভিতরে প্রত্যাবর্তন করা; **আর্তাঃ**—পীড়িত; **নরকঃ**—নরক (ভৌম); **যুধি**—যুদ্ধক্ষেত্রে; **অযুধ্যত**—যুদ্ধ করতে লাগল; **দৃষ্ট্বা**—দর্শন করে; **বিদ্রাবিতম্**—বিতাড়িত; **সৈন্যম্**—সৈন্য বাহিনী; **গরুড়েন**—গরুড়ের কাছে; **অর্দিতম্**—বিধ্বস্ত; **স্বকম্**—তার।

অনুবাদ

ভগবান শ্রীহরির দিকে যত অস্ত্রশস্ত্র শত্রুসৈন্যরা নিক্ষেপ করেছিল, হে কুরুশ্রেষ্ঠ, তার প্রতিটিকে তিনটি মাত্র তীক্ষ্ণ বান দিয়ে তিনি বিনষ্ট করেছিলেন। ইতিমধ্যে গরুড় যখন শ্রীভগবানকে বহন করছিলেন, তখন তাঁর পাখা দ্বারা শত্রুর হাতিদের তিনি আঘাত করছিলেন। গরুড়ের পাখা, চঞ্চু ও নখের দ্বারা প্রহৃত হয়ে আহত হাতিগুলি, যুদ্ধক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণের বিরোধিতা করার জন্য নরকাসুরকে একাকী ফেলে রেখে নগরীতে পালিয়ে গিয়েছিল।

শ্লোক ২০

তং ভৌমঃ প্রাহরচ্ছক্ত্যা বজ্রঃ প্রতিহতো যতঃ ।
নাকম্পত তয়া বিদ্ধো মালাহত ইব দ্বিপঃ ॥ ২০ ॥

তম্—তাঁকে, গরুড়কে; **ভৌমঃ**—ভৌমাসুর; **প্রাহরৎ**—আঘাত করল; **শক্ত্যা**—তার ভল্ল দিয়ে; **বজ্রঃ**—বজ্র (ইন্দ্রের); **প্রতিহতঃ**—প্রতিহত; **যতঃ**—যার দ্বারা; **ন অকম্পত**—তিনি (গরুড়) কম্পিত হলেন না; **তয়া**—তাতে; **বিদ্ধঃ**—আহত; **মালা**—পুষ্পমাল্য দিয়ে; **আহতঃ**—আহত; **ইব**—মতো; **দ্বিপঃ**—হাতি।

অনুবাদ

ভৌম তার সৈন্যবাহিনীকে পিছু হটতে এবং গরুড়ের কাছে বিধ্বস্ত হতে দেখে একদা ইন্দ্রের বজ্রকে পরাজিত করেছিল যে-ভল্ল, তাই দিয়ে তাকে আক্রমণ করল। কিন্তু সেই মহা অস্ত্রের আঘাতেও গরুড় কিছুমাত্র কম্পিত হলেন না। বস্তুত, ফুলের মালার আঘাতে অবিচল এক হাতীর মতো তিনি অবিচল রইলেন।

শ্লোক ২১

শূলং ভৌমোঽচ্যুতং হন্তুমাদদে বিতথোদ্যমঃ ।
তদ্বিসর্গাৎ পূর্বমেব নরকস্য শিরো হরিঃ ।
অপাহরদ্ গজস্থস্য চক্রেণ ক্ষুরনেমিনা ॥ ২১ ॥

শূলম্—তার ত্রিশূল; **ভৌমঃ**—ভৌম; **অচ্যুতম্**—শ্রীকৃষ্ণ; **হন্তুম্**—হত্যার জন্য; **আদদে**—গ্রহণ করল; **বিতথ**—হতাশ; **উদ্যমঃ**—উদ্যম; **তৎ**—তা; **বিসর্গাৎ**—নিক্ষেপ করা; **পূর্বম্**—পূর্বে; **এব**—এমনকি; **নরকস্য**—ভৌমের; **শিরঃ**—মস্তক; **হরিঃ**—শ্রীকৃষ্ণ; **অপাহরৎ**—ছেদন করলেন; **গজ**—তার হাতির উপরে; **স্থস্য**—আসীন; **চক্রেণ**—তাঁর চক্র দিয়ে; **ক্ষুর**—শাণিত; **নেমিনা**—ধার।

অনুবাদ

তার সকল প্রচেষ্টায় হতাশ হয়ে ভৌম ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে হত্যার জন্য তার ত্রিশূল গ্রহণ করল। কিন্তু সেটি সে নিক্ষেপ করার আগেই হাতির উপরে উপবিষ্ট দানবটির মাথা শ্রীভগবান তাঁর ক্ষুরধার চক্র দিয়ে ছেদন করলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের মতানুসারে, ভৌম যখন তার অদৃশ্য ত্রিশূলটি তুলে ধরেছিল, তখন শ্রীভগবানের সঙ্গে গরুড় পৃষ্ঠে আসীন সত্যভামা শ্রীকৃষ্ণকে বললেন, "ওকে এক্ষুণি হত্যা কর" এবং শ্রীকৃষ্ণ ঠিক তাই করলেন।

শ্লোক ২২

সকুণ্ডলং চারুকিরীটভূষণং
বভৌ পৃথিব্যাং পতিতং সমুজ্জ্বলম্ ।

হা হেতি সাধ্বিত্যৃষয়ঃ সুরেশ্বরা
মাল্যৈর্মুকুন্দং বিকিরন্ত ঈড়িরে ॥ ২২ ॥

স—সহ; কুণ্ডলম্—কুণ্ডল; চারু—আকর্ষণীয়; কিরীট—শিরস্ত্রাণ সহ; ভূষণম্—বিভূষিত; বভৌ—শোভা পেতে লাগল; পৃথিব্যাম্—ভূমিতে; পতিতম্—পতিত; সমুজ্জ্বলম্—সমুজ্জ্বল; হা হা ইতি—'হায়, হায়!'; সাধু ইতি—'সাধু'; ঋষয়ঃ—মুনিগণ; সুর-ঈশ্বরাঃ—এবং প্রধান দেবতাগণ; মাল্যৈঃ—পুষ্প মালা নিয়ে; মুকুন্দম্—শ্রীকৃষ্ণ; বিকিরন্তঃ—বর্ষণ করে; ঈড়িরে—তাঁরা পূজা করেছিলেন।

অনুবাদ

কুণ্ডল ও মনোরম শিরস্ত্রাণে বিভূষিত ভৌমাসুরের মাথাটি পৃথিবীর মাটিতে পড়ে উজ্জ্বল শোভা বিস্তার করছিল। তখন 'হায়, হায়!' এবং 'সাধু সাধু' রব জেগে উঠলে মুনি-ঋষিরা এবং প্রধান দেবতারা ভগবান মুকুন্দকে পুষ্পমাল্য বর্ষণ করে তাঁর পূজা করলেন।

শ্লোক ২৩

ততশ্চ ভূঃ কৃষ্ণমুপেত্য কুণ্ডলে
প্রতপ্তজাম্বূনদরত্নভাস্বরে ।
সবৈজয়ন্ত্যা বনমালয়ার্পয়ৎ
প্রাচেতসং ছত্রমথো মহামণিম্ ॥ ২৩ ॥

ততঃ—তখন; চ—এবং; ভূঃ—ভূমিদেবী; কৃষ্ণম্—ভগবান শ্রীকৃষ্ণ; উপেত্য—সমীপে উপস্থিত হয়ে; কুণ্ডলে—কুণ্ডল দুটি (অদিতির); প্রতপ্ত—উজ্জ্বল; জাম্বূনদ্—স্বর্ণ; রত্ন—রত্নসমূহে; ভাস্বরে—শোভিত; স—সহ; বৈজয়ন্ত্যা—বৈজয়ন্তী নামে; বন-মালয়া—এবং একটি পুষ্পমাল্য; অর্পয়ৎ—অর্পণ করলেন; প্রাচেতসম্—বরুণের; ছত্রম্—ছত্র; অথ উ—অতঃপর; মহা-মণিম্—মন্দর পর্বতের চূড়া, মণি-পর্বত।

অনুবাদ

ভূমিদেবী তখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কাছে এলেন এবং তাঁকে উজ্জ্বল রত্নে সমন্বিত দীপ্তিমান স্বর্ণে নির্মিত অদিতির কুণ্ডল দুটি অর্পণ করলেন। তিনি তাঁকে একটি বৈজয়ন্তী পুষ্পের মালা, বরুণের ছত্র এবং মন্দার পর্বতের চূড়াও প্রদান করেছিলেন।

শ্লোক ২৪

অস্তৌষীদথ বিশ্বেশং দেবী দেববরার্চিতম্ ।
প্রাঞ্জলিঃ প্রণতা রাজন্ ভক্তিপ্রবণয়া ধিয়া ॥ ২৪ ॥

অস্তৌষীৎ—স্তব করলেন; অথ—তারপর; বিশ্ব—জগতের; ঈশম্—ঈশ্বর; দেবী—দেবী; দেব—দেবতাদের; বর—শ্রেষ্ঠগণ দ্বারা; অর্চিতম্—পূজিত; প্রাঞ্জলিঃ—কৃতাঞ্জলি হয়ে; প্রণতা—প্রণাম নিবেদন করে; রাজন্—হে রাজন (পরীক্ষিৎ); ভক্তি—ভক্তি; প্রবণয়া—প্রবণ; ধিয়া—মানসিকতায়।

অনুবাদ

হে রাজন, অতঃপর দেবী দেবশ্রেষ্ঠগণ দ্বারা অর্চিত জগদীশ্বরকে প্রণাম নিবেদন করে করজোড়ে ভক্তিপূর্ণচিত্তে দণ্ডায়মান হয়ে তাঁর স্তব করতে শুরু করলেন।

শ্লোক ২৫

ভূমিরুবাচ

নমস্তে দেবদেবেশ শঙ্খচক্রগদাধর ।
ভক্তেচ্ছোপাত্তরূপায় পরমাত্মন্ নমোঽস্তু তে ॥ ২৫ ॥

ভূমিঃ উবাচ—ভূমিদেবী বললেন; নমঃ—প্রণাম নিবেদন করি; তে—আপনাকে; দেব-দেব—দেবতাদের অধিপতির; ঈশ—হে ঈশ্বর; শঙ্খ—শঙ্খ; চক্র—চক্র; গদা—এবং গদা; ধর—হে ধারণকারী; ভক্ত—আপনার ভক্তের; ইচ্ছা—ইচ্ছা দ্বারা; উপাত্ত—যিনি ধারণ করেছেন; রূপায়—স্বীয় রূপ; পরম-আত্মন্—হে পরমাত্মন; নমঃ—প্রণাম নিবেদন; অস্তু—করি; তে—আপনাকে।

অনুবাদ

ভূমিদেবী বললেন—হে দেবদেবেশ, হে শঙ্খ-চক্র-গদাধারী, আপনাকে প্রণাম নিবেদন করি। হে পরমাত্মনে, আপনার ভক্তদের আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য আপনি আপনার বিভিন্ন রূপ ধারণ করেন। আপনাকে প্রণাম নিবেদন করি।

শ্লোক ২৬

নমঃ পঙ্কজনাভায় নমঃ পঙ্কজমালিনে ।
নমঃ পঙ্কজনেত্রায় নমস্তে পঙ্কজাঙ্ঘ্রয়ে ॥ ২৬ ॥

নমঃ—সশ্রদ্ধ প্রণতি; পঙ্কজ-নাভায়—যাঁর উদরের কেন্দ্রে পদ্মসদৃশ বিশেষ আবর্তনবিশিষ্ট নাভি আছে, সেই পরমেশ্বর ভগবানকে; নমঃ—সশ্রদ্ধ প্রণতি; পঙ্কজ-

মালিনে—যাঁর গলদেশে সর্বদা পদ্মফুলের মালা শোভিত; **নমঃ**—সশ্রদ্ধ প্রণতি; **পঙ্কজ-নেত্রায়**—যাঁর দৃষ্টিপাত পদ্মফুলের মতো স্নিগ্ধ; **নমস্তে**—আপনাকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি; **পঙ্কজ-অঙ্ঘ্রয়ে**—যাঁর পদতল পদ্ম চিহ্নাঙ্কিত (এবং তার ফলে তাঁকে বলা হয় চরণপদ্মধারী)।

অনুবাদ

হে পরমেশ্বর, আপনার উদর-কেন্দ্রের নাভিদেশ পদ্মসদৃশ আবর্তে চিহ্নিত, গলদেশে পদ্মের মালা নিয়ত শোভিত, আপনার দৃষ্টিপাত পদ্মের মতো স্নিগ্ধ এবং পাদদ্বয় পদ্ম চিহ্নাঙ্কিত, আপনাকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

তাৎপর্য

রাণী কুন্তীও এই একই প্রার্থনা নিবেদন করেছিলেন, যা *শ্রীমদ্ভাগবতের* প্রথম স্কন্ধের অষ্টম অধ্যায়ে শ্লোক ২২-এ পাওয়া যায়। এখানে প্রদত্ত শব্দার্থ ও অনুবাদ ঐ শ্লোকে শ্রীল প্রভুপাদের প্রদত্ত শব্দার্থ ও অনুবাদ থেকে গ্রহণ করা হয়েছে।

আমরা লক্ষ্য করতে পারি যে, *ভাগবতের* প্রথম ভাগে যদিও কুন্তীদেবীর প্রার্থনার উল্লেখ আছে, কিন্তু এখানে বর্ণিত ঘটনার বহু বৎসর পরে তিনি সেই প্রার্থনা নিবেদন করেছিলেন।

শ্লোক ২৭

নমো ভগবতে তুভ্যং বাসুদেবায় বিষ্ণবে ।
পুরুষায়াদিবীজায় পূর্ণবোধায় তে নমঃ ॥ ২৭ ॥

নমঃ—প্রণাম নিবেদন করি; **ভগবতে**—ভগবান; **তুভ্যম্**—আপনাকে; **বাসুদেবায়**—ভগবান বাসুদেব, সকল সৃষ্ট জীবের আশ্রয়; **বিষ্ণবে**—সর্বত্র পরিব্যাপ্ত শ্রীবিষ্ণু; **পুরুষায়**—আদিপুরুষ; **আদি**—মূল; **বীজায়**—বীজ; **পূর্ণ**—পূর্ণ; **বোধায়**—জ্ঞান; **তে**—আপনাকে; **নমঃ**—প্রণাম নিবেদন করি।

অনুবাদ

হে ভগবান বাসুদেব, বিষ্ণু, আদিপুরুষ, আদি বীজ, আপনাকে প্রণাম নিবেদন করি। হে সর্বজ্ঞ, আপনাকে প্রণাম নিবেদন করি।

শ্লোক ২৮

অজায় জনয়িত্রেঽস্য ব্রহ্মণেঽনন্তশক্তয়ে ।
পরাবরাত্মন্ ভূতাত্মন্ পরমাত্মন্ নমোঽস্তু তে ॥ ২৮ ॥

অজায়—জন্মরহিত; **জনয়িত্রে**—জনক; **অস্য**—এই জগতের; **ব্রহ্মণে**—ব্রহ্ম; **অনন্ত**—অনন্ত; **শক্তয়ে**—শক্তি; **পর**—উৎকৃষ্টা; **অবর**—এবং নিকৃষ্টা; **আত্মন্**—হে আত্মা; **ভূত**—জীবের; **আত্মন্**—হে আত্মা; **পরম-আত্মন্**—হে সর্বব্যাপ্ত পরমাত্মা; **নমঃ**—প্রণাম; **অস্তু**—নিবেদন করি; **তে**—আপনাকে।

অনুবাদ

আপনি অনন্তশক্তি, এই জগতের জন্মরহিত জনক, পরম ব্রহ্ম, আপনাকে প্রণাম নিবেদন করি। হে উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট জীবগণের আত্মা, হে সর্বব্যাপ্ত পরমাত্মা, আপনাকে প্রণাম নিবেদন করি।

শ্লোক ২৯

ত্বং বৈ সিসৃক্ষুরজ উৎকটং প্রভো
তমো নিরোধায় বিভর্ষ্যসংবৃত ।
স্থানায় সত্ত্বং জগতো জগৎপতে
কালঃ প্রধানং পুরুষো ভবান্ পরঃ ॥ ২৯ ॥

ত্বম্—আপনি; **বৈ**—প্রকৃতপক্ষে; **সিসৃক্ষুঃ**—সৃষ্টি করার ইচ্ছায়; **অজঃ**—জন্মরহিত; **উৎকটম্**—উৎকট; **প্রভো**—হে প্রভু; **তমঃ**—তমোগুণ; **নিরোধায়**—বিনাশের জন্য; **বিভর্ষি**—আপনি ধারণ করেন; **অসংবৃতঃ**—অনাবৃত; **স্থানায়**—পালনের জন্য; **সত্ত্বম্**—সত্ত্বগুণ; **জগতঃ**—জগতের; **জগৎ-পতে**—হে জগদীশ্বর; **কালঃ**—কাল; **প্রধানম্**—জড়া প্রকৃতি (তার প্রকৃত, অভিন্ন অবস্থায়); **পুরুষঃ**—স্রষ্টা (যিনি জড়া প্রকৃতির সঙ্গে ক্রিয়া করেন); **ভবান্**—আপনি; **পরঃ**—স্বতন্ত্র।

অনুবাদ

হে অজ প্রভু, সৃষ্টির ইচ্ছায় আপনি রজোগুণের বিস্তার ও ধারণ করেন। তেমনি যখন আপনি জগতের বিনাশ ইচ্ছা করেন, তখন আপনি তমোগুণ ধারণ করেন এবং পালন করার ইচ্ছায় সত্ত্বগুণ ধারণ করেন। তথাপি আপনি এই সকল গুণ দ্বারা প্রভাবিত হন না। আপনি কাল, প্রকৃতি ও পুরুষ, হে জগদীশ্বর, তবুও আপনি ভিন্ন ও স্বতন্ত্র।

তাৎপর্য

এই শ্লোকের তৃতীয় পংক্তিতে *জগতঃ* শব্দটি বোঝায় যে, ব্রহ্মাণ্ডের নিরিখে সৃষ্টি, পালন ও বিনাশের ক্রিয়া এখানে উল্লেখ করা হয়েছে।

উৎকটম্ শব্দটি বোঝাচ্ছে যে, কোনও বিশেষ ক্রিয়া যখনই অনুষ্ঠিত হয়, সেটি জগৎ সৃষ্টি, পালন, কিংবা বিনাশ—যাই হোক, সেটির উপরে তখন বিশেষ জড়জাগতিক গুণাবলী প্রভাব বিস্তার করে থাকে।

শ্লোক ৩০

অহং পয়ো জ্যোতিরথানিলো নভো
মাত্রাণি দেবা মন ইন্দ্রিয়াণি ।
কর্তা মহানিত্যখিলং চরাচরং
ত্বয্যদ্বিতীয়ে ভগবন্নয়ং ভ্রমঃ ॥ ৩০ ॥

অহম্—আমি স্বয়ং (পৃথিবী); **পয়ঃ**—জল; **জ্যোতিঃ**—অগ্নি; **অথ**—এবং; **অনিলঃ**—বায়ু; **নভঃ**—আকাশ; **মাত্রাণি**—বিবিধ ইন্দ্রিয়ের বিষয়াদি (পঞ্চ তন্মাত্রের প্রতিটি সম্বন্ধীয়); **দেবাঃ**—দেবতাগণ; **মনঃ**—মন; **ইন্দ্রিয়াণি**—ইন্দ্রিয়াদি; **কর্তা**—অহঙ্কার; **মহান্**—সমগ্র জড়া শক্তি (মহত্তত্ত্ব); **ইতি**—এইভাবে; **অখিলম্**—সমস্ত কিছু; **চর**—সচল; **অচরম্**—এবং অচল; **ত্বয়ি**—আপনার মধ্যে; **অদ্বিতীয়ে**—যাঁর কোন দ্বিতীয় নেই; **ভগবান্**—হে ভগবান; **অয়ম্**—এই; **ভ্রমঃ**—মায়া।

অনুবাদ

ভূমি, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, ইন্দ্রিয়ের বিষয়াদি, দেবতা, মন, ইন্দ্রিয়, অহঙ্কার এবং মহত্তত্ত্ব আপনার থেকে স্বতন্ত্র—তা ভ্রম মাত্র। হে প্রভু, প্রকৃতপক্ষে সেই সবই অদ্বিতীয় আপনাতে স্থিত।

তাৎপর্য

যদিও ভগবান অদ্বিতীয় এবং তাঁর সৃষ্টি হতে তিনি স্বতন্ত্র, কিন্তু তাঁর সৃষ্টির কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই এবং সর্বদা সেই সৃষ্টি তাঁরই মধ্যে বিরাজমান, এই কথা ব্যাখ্যা করে ভূমিদেবী তাঁর স্তুতিতে প্রত্যক্ষভাবে চিন্ময় দর্শনের সূক্ষ্মতা প্রতিপন্ন করেছেন। এইভাবে ভগবান ও তাঁর সৃষ্টি যুগপৎ একই সত্তা অথচ তা ভিন্ন, পাঁচশত বৎসর আগে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এই ব্যাখ্যা করেছেন।

কোন স্বাতন্ত্র্য ব্যতীত, সব কিছুই ভগবান, এই কথা বলা অর্থহীন, কারণ কোন কিছুই ভগবানের মতো কাজ করতে পারে না। কুকুর, জুতো অথবা মানুষ, কেউই সর্বশক্তিমান বা সর্বজ্ঞ নয়, সেগুলি ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টিও করে না। অপরপক্ষে, যেহেতু সব কিছুই এক পরম ব্রহ্মেরই অংশ, তাই সব কিছুই এক, এই কথা বলার মধ্যে যথার্থ যুক্তি রয়েছে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সূর্য ও সূর্যকিরণের মধ্যে অত্যন্ত উপযোগী উপমাটি দিয়েছেন। সূর্য এবং তার কিরণ একই বস্তু, কারণ সূর্য এক দিব্যদেহ যা কিরণ প্রদান করে। অপরপক্ষে, কেউ নিশ্চিতভাবে সূর্য গ্রহ ও সূর্য কিরণের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে পারে। তাই ভগবানের সৃষ্টির সঙ্গে একই সাথে তাঁর অভিন্নতা এবং ভিন্নতা, প্রকৃত সত্যেরই চূড়ান্ত ও সন্তোষজনক ব্যাখ্যা। যা কিছু

বর্তমান, তা সকলই ভগবানের শক্তি এবং তবুও তিনি তাঁর উৎকৃষ্টাশক্তিস্বরূপ জীবকুলকে স্বাধীন ইচ্ছা প্রদান করেন, যাতে তাদের নৈতিক ও পারমার্থিক সিদ্ধান্ত ও আচরণের জন্য তারা দায়ী হতে পারে।

এই সামগ্রিক পারমার্থিক বিজ্ঞান সুস্পষ্টভাবেই যুক্তি সহকারে *শ্রীমদ্ভাগবতে* বর্ণনা করা হয়েছে।

শ্লোক ৩১

তস্যাত্মজোঽয়ং তব পাদপঙ্কজং
ভীতঃ প্রপন্নার্তিহরোপসাদিতঃ ।
তৎ পালয়ৈনং কুরু হস্তপঙ্কজং
শিরস্যমুষ্যাখিলকল্মষাপহম্ ॥ ৩১ ॥

তস্য—তার (ভৌমাসুরের); **আত্ম-জঃ**—পুত্র; **অয়ম্**—এই; **তব**—আপনার; **পাদ**—চরণদ্বয়; **পঙ্কজম্**—পদ্মসদৃশ; **ভীতঃ**—ভীত; **প্রপন্ন**—শরণাগত; **আর্তি**—আর্তি; **হর**—হে হরণকারী; **উপসাদিতঃ**—উপস্থিত করেছি; **তৎ**—তাই; **পালয়**—দয়া করে রক্ষা করুন; **এনম্**—তাকে; **কুরু**—স্থাপন করুন; **হস্ত-পঙ্কজম্**—আপনার করকমল; **শিরসি**—মস্তকে; **অমুষ্য**—তার; **অখিল**—সকল; **কল্মষ**—পাপরাশি; **অপহম্**—বিনাশকারী।

অনুবাদ

এই হচ্ছে ভৌমাসুরের পুত্র। ভয়ভীত হয়ে সে আপনার পাদপদ্মে উপস্থিত হয়েছে, কারণ আপনার শরণাগতের সকল ক্লেশ আপনি দূরীভূত করেন। কৃপা করে তাকে আপনি রক্ষা করুন। সকল পাপনাশকারী আপনার করকমল তার মস্তকে স্থাপন করুন।

তাৎপর্য

সাম্প্রতিক সকল ভয়ঙ্কর ঘটনায় ভীত তার পৌত্রের জন্য ভূমিদেবী এখানে সুরক্ষা প্রার্থনা করছে।

শ্লোক ৩২

শ্রীশুক উবাচ
ইতি ভূম্যার্থিতো বাগ্‌ভির্ভগবান্ ভক্তিনম্রয়া ।
দত্ত্বাভয়ং ভৌমগৃহং প্রাবিশৎ সকলর্দ্ধিমৎ ॥ ৩২ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শুকদেব গোস্বামী বললেন; **ইতি**—এইভাবে; **ভূমি**—ভূমিদেবী দ্বারা; **অর্থিতঃ**—প্রার্থিত; **বাগ্‌ভিঃ**—এই সকল কথায়; **ভগবান্**—ভগবান; **ভক্তি**—ভক্তিযুক্তা; **নম্রয়া**—নম্র; **দত্ত্বা**—প্রদান করে; **অভয়ম্**—সাহস; **ভৌম-গৃহম্**—ভৌমাসুরের গৃহে; **প্রাবিশৎ**—তিনি প্রবেশ করলেন; **সকল**—সকল; **ঋদ্ধি**—ঐশ্বর্য সমন্বিত; **মৎ**—সমৃদ্ধি।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—এইভাবে ভক্তিবিনম্র বচনে ভূমিদেবীর প্রার্থনায় তার পৌত্রকে শ্রীভগবান অভয় দিলেন এবং তারপর ভৌমাসুরের সকল প্রকার ঐশ্বর্যে পূর্ণ প্রাসাদে প্রবেশ করলেন।

শ্লোক ৩৩

তত্র রাজন্যকন্যানাং ষট্‌সহস্রাধিকাযুতম্ ।
ভৌমাহৃতানাং বিক্রম্য রাজভ্যো দদৃশে হরিঃ ॥ ৩৩ ॥

তত্র—সেখানে; **রাজন্য**—রাজার; **কন্যানাম্**—কন্যাদের; **ষট্-সহস্র**—ছয় হাজার; **অধিক**—অধিক; **অযুতম্**—দশ হাজার; **ভৌম**—ভৌম দ্বারা; **আহৃতানাম্**—আহৃত; **বিক্রম্য**—বলপূর্বক; **রাজভ্যঃ**—রাজাদের থেকে; **দদৃশে**—দর্শন করলেন; **হরিঃ**—শ্রীকৃষ্ণ।

অনুবাদ

সেখানে বিভন্ন রাজাদের কাছ থেকে ভৌম বলপূর্বক যে ষোল হাজার রাজকন্যাদের ধরে নিয়ে এসেছিল, শ্রীকৃষ্ণ তাদের দেখতে পেলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল শ্রীধর স্বামী *বিষ্ণুপুরাণে* (৫/২৯/৩১) ঋষি পরাশরের উদ্ধৃতি থেকে প্রমাণ দিয়েছেন যে, প্রকৃতপক্ষে ভৌমের কারাগারে ১৬,১০০ রাজকন্যা বন্দী ছিল—

কন্যাপুরে স কন্যানাং ষোড়শাতুল্য বিক্রমঃ ।
শতাধিকানি দদৃশে সহস্রাণি মহামতে ॥

"হে মহামতী, কন্যা-আবাসে ভগবান অনন্তবিক্রম ষোলহাজার একশত রাজকন্যা দেখতে পেয়েছিলেন।"

বিষ্ণুপুরাণের (৫/২৯/৯) আরেকটি প্রাসঙ্গিক শ্লোক এই রকম—

দেবসিদ্ধাসুরাদীনাং নৃপানাং চ জনার্দন ।
হত্বা হি সোঽসুরঃ কন্যা রুরোধ নিজমন্দিরে ॥

"হে জনার্দন, রাজা, অসুর, সিদ্ধ, দেবতাদের অবিবাহিতা কন্যাদের দানব (ভৌমাসুর) অপহরণ করেছিল এবং তার প্রাসাদে তাদের বন্দী করেছিল।"

শ্লোক ৩৪

তং প্রবিষ্টং স্ত্রিয়ো বীক্ষ্য নরবর্যং বিমোহিতাঃ ।
মনসা বব্রিরেঽভীষ্টং পতিং দৈবোপসাদিতম্ ॥ ৩৪ ॥

তম্—তাঁকে; **প্রবিষ্টম্**—প্রবিষ্ট; **স্ত্রিয়ঃ**—রমণীগণ; **বীক্ষ্য**—দর্শন করে; **নর**—মনুষ্য; **বর্যম্**—পরমশ্রেষ্ঠ; **বিমোহিতাঃ**—বিমোহিতা; **মনসা**—তাঁদের মনে; **বব্রিরে**—বরণ করলেন; **অভীষ্টম্**—অভীষ্ট; **পতিম্**—তাঁদের পতিরূপে; **দৈব**—ভাগ্য দ্বারা; **উপসাদিতম্**—আনীত।

অনুবাদ

পরম নরশ্রেষ্ঠকে প্রবেশ করতে দেখে রমণীগণ বিমোহিতা হয়েছিলেন। দৈব ক্রমে উপনীত তাঁদের পতিরূপে মনে মনে তাঁরা প্রত্যেকে তাঁকে বরণ করেছিলেন।

শ্লোক ৩৫

ভূয়াৎ পতিরয়ং মহ্যং ধাতা তদনুমোদতাম্ ।
ইতি সর্বাঃ পৃথক্ কৃষ্ণে ভাবেন হৃদয়ং দধুঃ ॥ ৩৫ ॥

ভূয়াৎ—হউন; **পতিঃ**—পতি; **অয়ম্**—তিনি; **মহ্যম্**—আমার; **ধাতা**—বিধাতা; **তৎ**—তা; **অনুমোদতাম্**—অনুমোদন করুন; **ইতি**—এইভাবে; **সর্বাঃ**—তাঁদের সকলে; **পৃথক্**—পৃথকভাবে; **কৃষ্ণে**—শ্রীকৃষ্ণের প্রতি; **ভাবেন**—ভেবে; **হৃদয়ম্**—তাঁদের হৃদয়; **দধুঃ**—সমর্পণ করেছিলেন।

অনুবাদ

"এই পুরুষকে দৈব যেন আমার পতিরূপে অনুমোদন করেন" এই ভাবনায় প্রত্যেক রাজকন্যা শ্রীকৃষ্ণের গভীর চিন্তায় মগ্ন হলেন।

শ্লোক ৩৬

তাঃ প্রাহিণোৎ দ্বারবতীং সুমৃষ্টবিরজোঽম্বরাঃ ।
নরযানৈর্মহাকোশান্ রথাশ্বান্ দ্রবিণং মহৎ ॥ ৩৬ ॥

তাঃ—তাদের; **প্রাহিণোৎ**—তিনি প্রেরণ করলেন; **দ্বারবতীম্**—দ্বারকায়; **সুমৃষ্ট**—সুপরিচ্ছন্ন; **বিরজঃ**—নির্মল; **অম্বরাঃ**—বসনযুক্তা; **নর-যানৈঃ**—মনুষ্যবাহিত যান দ্বারা

(পালকি); মহা—মহা; কোশান্—কোষ; রথ—রথ; অশ্বান্—এবং অশ্বসমূহ; দ্রবিণম্—সম্পদ; মহৎ—অপ্রতুল।

অনুবাদ

সুপরিচ্ছন্ন নির্মল বসন পরিহিতা রাজকন্যাদের শ্রীভগবান গ্রহণ করলেন এবং তাঁদের মহাকোষ রথ, অশ্ব ও অন্যান্য সম্পদ সহ শিবিকাযোগে দ্বারকায় প্রেরণ করলেন।

শ্লোক ৩৭

ঐরাবতকুলেভাংশ্চ চতুর্দন্তাংস্তরস্বিনঃ ।
পাণ্ডুরাংশ্চ চতুঃষষ্টিং প্রেরয়ামাস কেশবঃ ॥ ৩৭ ॥

ঐরাবত—ইন্দ্রদেবের বাহন ঐরাবত; কুল—বংশজ; ইভান্—হস্তী; চ—ও; চতুঃ—চারটি; দন্তান্—দন্ত বিশিষ্ট; তরস্বিনঃ—বেগবান; পাণ্ডুরান্—শ্বেত; চ—এবং; চতুঃ-ষষ্টিম্—চৌষট্টিটি; প্রেরয়াম্ আস—প্রেরণ করলেন; কেশবঃ—শ্রীকৃষ্ণ।

অনুবাদ

চারটি দাঁত বিশিষ্ট ঐরাবত বংশজ চৌষট্টিটি বেগবান শ্বেত হস্তীও ভগবান শ্রীকৃষ্ণ প্রেরণ করেছিলেন।

শ্লোক ৩৮-৩৯

গত্বা সুরেন্দ্রভবনং দত্ত্বাদিত্যৈ চ কুণ্ডলে ।
পূজিতস্ত্রিদশেন্দ্রেণ মহেন্দ্রাণ্যা চ সপ্রিয়ঃ ॥ ৩৮ ॥
চোদিতো ভার্যয়োৎপাট্য পারিজাতং গরুত্মতি ।
আরোপ্য সেন্দ্রান্ বিবুধান্ নির্জিত্যোপানয়ৎপুরম্ ॥ ৩৯ ॥

গত্বা—গমন করে; সুর—দেবতাদের; ইন্দ্র—রাজার; ভবনম্—আলয়ে; দত্ত্বা—প্রদান করলেন; আদিত্যৈ—ইন্দ্রের মাতা অদিতিকে; চ—এবং; কুণ্ডলে—তাঁর কুণ্ডলদ্বয়; পূজিতঃ—পূজিত হলেন; ত্রিদশ—ত্রিশ জনের (প্রধান দেবতা); ইন্দ্রেণ—প্রধান দ্বারা; মহা-ইন্দ্রাণ্যা—ইন্দ্রের পত্নীর দ্বারা; চ—এবং; সহ—সহ; প্রিয়ঃ—তাঁর প্রিয়তমা (রাণী সত্যভামা); চোদিতঃ—অনুরোধে; ভার্যয়া—তাঁর পত্নী দ্বারা; উৎপাট্য—উৎপাটন করে; পারিজাতম্—পারিজাত বৃক্ষ; গরুত্মতি—গরুড়ের উপরে; আরোপ্য—স্থাপন করে; স-ইন্দ্রান্—ইন্দ্র সহ; বিবুধান্—দেবতাগণ; নির্জিত্য—পরাজিত করে; উপানয়ৎ—তিনি নিয়ে এলেন; পুরম্—তাঁর নগরীতে।

অনুবাদ

এরপর শ্রীভগবান দেবরাজ ইন্দ্রের আলয়ে গেলেন এবং মাতা অদিতিকে তাঁর কুণ্ডল দুটি প্রদান করলেন, সেখানে ইন্দ্র ও তাঁর পত্নী, শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁর প্রিয়তমা ভার্যা সত্যভামাকে অর্চনা করলেন। অতঃপর সত্যভামার অনুরোধে শ্রীভগবান স্বর্গের পারিজাত বৃক্ষ উৎপাটন করে তা গরুড়ের পৃষ্ঠে রাখলেন। ইন্দ্র ও অন্যান্য সকল দেবতাদের পরাজিত করে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর নগরীতে পারিজাত নিয়ে এসেছিলেন।

শ্লোক ৪০

স্থাপিতঃ সত্যভামায়া গৃহোদ্যানোপশোভনঃ ।
অন্বগুর্ভ্রমরাঃ স্বর্গাৎ তদ্‌গন্ধাসবলম্পটাঃ ॥ ৪০ ॥

স্থাপিতঃ—স্থাপন করলেন; **সত্যভামায়াঃ**—সত্যভামার; **গৃহ**—গৃহের; **উদ্যান**—বাগান; **উপশোভনঃ**—শোভার জন্য; **অন্বগুঃ**—অনুগমন করেছিল; **ভ্রমরাঃ**—ভ্রমর; **স্বর্গাৎ**—স্বর্গ হতে; **তৎ**—তার; **গন্ধ**—গন্ধ; **আসব**—এবং মধু; **লম্পটাঃ**—লোভী।

অনুবাদ

রোপিত হওয়ামাত্রই পারিজাত বৃক্ষটি রাণী সত্যভামার প্রাসাদের বাগান শোভিত করেছিল। তার গন্ধ ও মধু আস্বাদনের লোভে স্বর্গের সকল দিক হতে ভ্রমরেরা বৃক্ষটির দিকে ছুটে ছিল।

শ্লোক ৪১

যযাচ আনম্য কিরীটকোটিভিঃ
পাদৌ স্পৃশন্নচ্যুতমর্থসাধনম্ ।
সিদ্ধার্থঃ এতেন বিগৃহ্যতে মহান্
অহো সুরাণাং চ তমো ধিগাঢ্যতাম্ ॥ ৪১ ॥

যযাচ—তিনি (ইন্দ্র) প্রার্থনা করেছিলেন; **আনম্য**—প্রণত হয়ে; **কিরীট**—তাঁর মুকুটের; **কোটিভিঃ**—শীর্ষভাগ দ্বারা; **পাদৌ**—তাঁর পাদদ্বয়; **স্পৃশন্**—স্পর্শ করে; **অচ্যুতম্**—ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে; **অর্থ**—তাঁর (ইন্দ্রের) উদ্দেশ্য; **সাধনম্**—যিনি পূর্ণ করেছিলেন; **সিদ্ধ**—পূর্ণ; **অর্থঃ**—যাঁর উদ্দেশ্য; **এতেন**—তাঁর সঙ্গে; **বিগৃহ্যতে**—তিনি যুদ্ধ করলেন; **মহান্**—মহাত্মা; **অহো**—বস্তুতঃ; **সুরাণাম্**—দেবতাদের; **চ**—এবং; **তমঃ**—অজ্ঞতা; **ধিক্**—নিন্দনীয়; **আঢ্যতাম্**—তাদের সম্পদের জন্য।

অনুবাদ

ইন্দ্র তাঁর মুকুটের শীর্ষভাগ দ্বারা ভগবান অচ্যুতের পাদস্পর্শ করে তাঁর প্রণাম নিবেদন করলেও এবং শ্রীভগবানের কাছে তাঁর আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করার জন্য প্রার্থনা জানালেও, সেই দেবশ্রেষ্ঠ তাঁর উদ্দেশ্য সিদ্ধ হওয়ার পর শ্রীভগবানের সঙ্গে যুদ্ধ করাই মনস্থ করেছিলেন। দেবতাদের মধ্যে এ কী অজ্ঞতা! তাঁদের ঐশ্বর্যকে ধিক!

তাৎপর্য

সকলেই জানে, জাগতিক সম্পদ ও ক্ষমতার মধ্যে ঔদ্ধত্য সৃষ্টির প্রবণতা থাকে এবং তাই কোনও ঐশ্বর্যময় জীবন কখনও নরকে যাবার প্রশস্ত পথ হয়ে উঠতেও পারে।

শ্লোক ৪২

অথো মুহূর্ত একস্মিন্ নানাগারেষু তাঃ স্ত্রিয়ঃ ।
যথোপযেমে ভগবান্ তাবদ্রূপধরোঽব্যয়ঃ ॥ ৪২ ॥

অথ উ—এবং অতঃপর; **মুহূর্তে**—পবিত্র সময়ে; **একস্মিন্**—একই; **নানা**—বিভিন্ন; **আগারেষু**—বাসগৃহে; **তাঃ**—সেই সকল; **স্ত্রিয়ঃ**—রমণীগণ; **যথা**—যথাযথভাবে; **উপযেমে**—বিবাহ করলেন; **ভগবান্**—শ্রীভগবান; **তাবৎ**—সেই বহু; **রূপ**—রূপ; **ধরঃ**—ধারণ করে; **অব্যয়ঃ**—অবিনাশী।

অনুবাদ

অতঃপর অব্যয় পরমেশ্বর শ্রীভগবান, প্রতিটি বধূর কাছে ভিন্ন ভিন্ন নিজ রূপ প্রকাশ করে, একই সময়ে সকল রাজকন্যাকে, প্রত্যেকের নিজ নিজ প্রাসাদে, যথাবিহিত বিবাহ করলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল শ্রীধর স্বামীর বর্ণনা অনুযায়ী, এখানে *যথা* শব্দটি নির্দেশ করছে যে, প্রতিটি বিবাহই যথাবিহিত সম্পন্ন হয়েছিল। এর অর্থ এই যে, শ্রীভগবানের মা দেবকীসহ সকল আত্মীয় স্বজনই প্রতিটি প্রাসাদে এবং প্রতিটি বিবাহে উপস্থিত ছিলেন। যেহেতু এই সমস্ত বিবাহ যুগপৎ একই সময়ে ঘটেছিল, তাই এই ঘটনার মাধ্যমে নিশ্চিতরূপে শ্রীভগবানের অচিন্তনীয় শক্তির প্রকাশ হয়েছিল।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যখন কোনও কাজ করেন, তখন তিনি সেগুলি সুসম্পন্ন করেন। তাই মোটেই বিস্ময়কর নয় যে, শ্রীভগবান যুগপৎ একই সঙ্গে ১৬,১০০ রাজপ্রাসাদে অনুষ্ঠিত ১৬,১০০ বিবাহ অনুষ্ঠানে, প্রতিটি প্রাসাদে তাঁর সকল আত্মীয়স্বজন নিয়েই

উপস্থিত হয়েছিলেন। প্রকৃতপক্ষে, এইভাবেই পরমেশ্বর ভগবানের সব কাজ হয়ে থাকে, এটাই মানুষ প্রত্যাশা করে থাকে। যাই হোক, তিনি তো একজন সাধারণ মানুষ নন।

শ্রীল শ্রীধর স্বামী আরও বর্ণনা করছেন যে, এই বিশেষ অনুষ্ঠানে শ্রীভগবান তাঁর প্রতিটি প্রাসাদে তাঁর স্বরূপ প্রকাশ করেছিলেন। পরোক্ষভাবে, বিবাহ ব্রতে অংশগ্রহণের জন্য তাঁর সকল প্রাসাদে তিনি অভিন্ন রূপ প্রকাশ করেছিলেন।

শ্লোক ৪৩

গৃহেষু তাসামনপায্যতর্ককৃৎ
নিরস্তসাম্যাতিশয়েষ্ববস্থিতঃ ।
রেমে রমাভির্নিজকামসংপ্লুতো
যথেতরো গার্হকমেধিকাংশ্চরন্ ॥ ৪৩ ॥

গৃহেষু—গৃহে; **তাসাম্**—তাদের; **অনপায়ী**—কখনও ত্যাগ না করে; **অতর্ক**—অচিন্তনীয়; **কৃৎ**—ক্রিয়া সম্পাদন করলেন; **নিরস্ত**—যা খণ্ডন করে; **সাম্য**—সমতা; **অতিশয়েষু**—এবং অতিশয়তা; **অবস্থিতঃ**—অবস্থিত হয়ে; **রেমে**—তিনি উপভোগ করলেন; **রমাভিঃ**—সেই মনোরম রমণীগণের সঙ্গে; **নিজ**—তাঁর আপন; **কাম**—আনন্দে; **সম্প্লুতঃ**—মগ্ন; **যথা**—যেমন; **ইতরঃ**—যে কোন মানুষ; **গার্হক-মেধিকান্**—গৃহস্থ জীবনের কর্তব্যসমূহ; **চরন্**—আচরণ করলেন।

অনুবাদ

অচিন্ত্যচরিত শ্রীভগবান তাঁর মহিষীদের প্রাসাদগুলির প্রত্যেকটিতেই নিয়ত বিরাজ করেছিলেন, আর সেই প্রাসাদগুলি ছিল অন্য যে কোনও বাসভবনের চেয়ে অতুলনীয় এবং অতি শ্রেষ্ঠ। আপন সত্তায় সদাসর্বদা পূর্ণতৃপ্ত হলেও, তিনি সেখানে তাঁর রমণীয়া পত্নীদের সাথে যথাযথভাবেই তৃপ্তি উপভোগ করেছিলেন, এবং একজন সাধারণ স্বামীর মতোই তিনি তাঁর গার্হস্থ্য কর্তব্যকর্ম পালন করেছিলেন।

তাৎপর্য

অতর্ককৃৎ শব্দটি এখানে তাৎপর্যপূর্ণ। *তর্ক* 'যুক্তিবিদ্যা' এবং *অতর্ক* 'যা যুক্তিবিদ্যার অতীত'। যা জড় যুক্তিবিদ্যার অতীত, শ্রীভগবান তা সম্পাদন (কৃৎ) করতে পারেন এবং তাই তিনি অচিন্তনীয়। তবুও, যারা তাঁর শরণাগত, তাদের পক্ষে শ্রীভগবানের কার্যকলাপ যথেষ্ট পরিমাণে হৃদয়ঙ্গম করা বা অবগত হওয়া সম্ভব হতেও পারে। শ্রীভগবানের প্রতি প্রেমময়ী পরম বিশ্বস্ত সেবারূপ *ভক্তির* এই হল গূঢ় তত্ত্ব।

শ্রীল শ্রীধর স্বামী বলছেন যে, শ্রীভগবান সাধারণ গৃহস্থালী কর্তব্য করার জন্য বাইরে যাওয়া ব্যতীত সর্বদা গৃহেই ছিলেন। আর, শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর ব্যাখ্যা করছেন, যে, বৈকুণ্ঠ ধামে শ্রীভগবান নারায়ণ যেহেতু কেবলমাত্র লক্ষ্মীদেবীর সঙ্গ উপভোগ করেন এবং দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণ সহস্র রাণীর সঙ্গ উপভোগ করেন, তাই দ্বারকা অবশ্যই বৈকুণ্ঠের চেয়ে শ্রেষ্ঠ বিবেচিত হওয়া উচিত। এই বিষয়ে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর *স্কন্দ পুরাণ* থেকে নিম্নোক্ত স্তবকটিও উদ্ধৃত করেছেন—

"ষোড়শৈব সহস্রাণি গোপ্যস্তত্র সমাগতাঃ ।
হংস এবমতঃ কৃষ্ণঃ পরমাত্মা জনার্দনঃ ॥
তস্যৈতাঃ শক্তয়ো দেবি ষোড়শৈব প্রকীর্তিতাঃ ।
চন্দ্ররূপী মতঃ কৃষ্ণঃ কলারূপাস্তু তাঃ স্মৃতাঃ ॥
সম্পূর্ণমণ্ডলা তাসাং মালিনী ষোড়শী কলা ।
ষোড়শৈব কলা যাস্তু গোপীরূপা বরাঙ্গনে ॥
একৈকশস্তাঃ সংভিন্নাঃ সহস্রেণ পৃথক্ পৃথক্ ।

"সেই স্থানে ষোড়শ সহস্র গোপী শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে সমবেত হয়েছিলেন, যাঁকে পরম, পরমাত্মা, সকল জীবের আশ্রয় বিবেচনা করা হয়। হে দেবী, এই সকল গোপীগণ তাঁর ষোড়শ শক্তি রূপে খ্যাত। শ্রীকৃষ্ণ চন্দ্রের মতো, গোপীগণ তাঁর ষোল কলা রূপেরই মতো এবং গোপীরা মিলিতভাবে পূর্ণচন্দ্রের ষোল কলার মতো। ষোলটি দলের গোপীগণের প্রত্যেকটি এক সহস্র অংশে বিভাজিত।"

পদ্ম পুরাণের কার্তিক মাহাত্ম্য অংশ থেকে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর আরও উদ্ধৃতি দিয়েছেন—*কৈশোরে গোপকন্যাস্তা যৌবনে রাজকন্যকাঃ।* "তাঁদের প্রথম যৌবনে যাঁরা গোপ-কন্যা ছিলেন, পরিণত বয়সে তাঁরাই রাজকন্যা হয়েছিলেন।" আচার্য আরও বলেছেন, "তাই, ঠিক যেমন দ্বারকাধীশ পরম পূর্ণ শ্রীবৃন্দাবনেশ্বরের অংশপ্রকাশ, তেমনি তাঁর প্রধানা রাণীগণও তাঁর পরমপূর্ণ হ্লাদিনী শক্তি, গোপীগণের পূর্ণ প্রকাশ।"

শ্লোক ৪৪

ইত্থং রমাপতিমবাপ্য পতিং স্ত্রিয়স্তা
ব্রহ্মাদয়োঽপি ন বিদুঃ পদবীং যদীয়াম্ ।
ভেজুর্মুদাবিরতমেধিতয়ানুরাগ-
হাসাবলোকনবসঙ্গমজম্মলজ্জাঃ ॥ ৪৪ ॥

ইত্থম্—এইভাবে; **রমা-পতিম্**—লক্ষ্মীদেবীর পতি; **অবাপ্য**—প্রাপ্ত হয়ে; **পতিম্**—তাদের নিজেদের পতিরূপে; **স্ত্রিয়ঃ**—রমণীগণ; **তাঃ**—তাদের; **ব্রহ্মা-আদয়ঃ**—ব্রহ্মা ও অন্যান্য দেবতাগণ; **অপি**—এমন কি; **ন বিদুঃ**—অবগত নন; **পদবীম্**—প্রাপ্ত হওয়ার উপায়; **যদীয়াম্**—যাঁকে; **ভেজুঃ**—অংশগ্রহণ করেছিলেন; **মুদা**—আনন্দের সঙ্গে; **অবিরতম্**—অবিরত; **এধিতয়া**—বর্ধিত; **অনুরাগ**—প্রেমময়ী আকর্ষণ; **হাস**—হাস্য; **অবলোক**—অবলোকন; **নব**—নব; **সঙ্গম**—সঙ্গম; **জল্প**—নাটকীয় কথোপকথন; **লজ্জাঃ**—এবং লজ্জা।

অনুবাদ

যদিও ব্রহ্মার মতো মহান দেবতারাও কিভাবে লক্ষ্মীপতির কাছে যাবেন, তা জানেন না, তবু সেই রমণীগণ লক্ষ্মীপতিকে তাঁদের পতিরূপে এইভাবেই পেয়েছিলেন। ক্রমবর্ধমান আনন্দের সঙ্গে তাঁরা তাঁর প্রতি অনুরাগ, তাঁর সঙ্গে সহাস্য দৃষ্টি বিনিময়, এবং তাঁর সঙ্গে পারস্পরিক সান্নিধ্য-সঙ্গম, হাস্য-পরিহাস ও রমণীসুলভ লাজলজ্জা উপভোগ করেছিলেন।

শ্লোক ৪৫

প্রত্যুদ্গমাসনবরার্হণপাদশৌচ-
তাম্বূলবিশ্রমণবীজনগন্ধমাল্যৈঃ ।
কেশপ্রসারশয়নস্নপনোপহার্যৈঃ
দাসীশতা অপি বিভোর্বিদধুঃ স্ম দাস্যম্ ॥ ৪৫ ॥

প্রত্যুদ্গম—কাছে এসে; **আসন**—আসন প্রদান করে; **বর**—প্রথম শ্রেণী; **অর্হণ**—পূজা করা; **পদ**—তাঁর পাদদ্বয়; **শৌচ**—ধৌত করা; **তাম্বূল**—সুপারি প্রদান করা; **বিশ্রমণ**—তাঁকে বিশ্রাম করতে সাহায্য করা (তাঁর পাদমর্দন করে); **বীজন**—বাতাস করা; **গন্ধ**—সুগন্ধ দ্রব্য প্রদান করে; **মাল্যৈঃ**—এবং ফুলের মালা; **কেশ**—তাঁর চুল; **প্রসার**—প্রসাধন করা; **শয়ন**—বিছানায় শায়িত করানো; **স্নপন**—স্নান করানো; **উপহার্যৈঃ**—এবং উপহার প্রদানের দ্বারা; **দাসী**—দাসীরা; **শতাঃ**—শত শত রয়েছে; **অপি**—তবুও; **বিভোঃ**—সর্বশক্তিমান শ্রীভগবানের জন্য; **বিদধুঃ স্ম**—তাঁরা সম্পাদন করেছিলেন; **দাস্যম্**—সেবা।

অনুবাদ

যদিও শ্রীভগবানের রাণীদের প্রত্যেকেরই শত শত দাসী রয়েছে, তবু তাঁরা বিনীতভাবে তাঁর কাছে গিয়ে তাঁকে আসন প্রদান করে, উত্তম উপচার সামগ্রী

দিয়ে তাঁর পূজা করে, তাঁর পাদপ্রক্ষালন ও পাদসম্বাহন করে, তাঁকে পান চর্বণ করতে দিয়ে, তাঁকে বাতাস করে, তাঁকে সুগন্ধি চন্দন লেপন করে, ফুল মালায় তাঁকে বিভূষিত করে, তাঁর কেশপ্রসাধন করে দিয়ে, তাঁর শয্যা রচনা করে, তাঁকে স্নান করিয়ে এবং তাঁকে নানাবিধ উপহার প্রদান করে, নিজ হাতে শ্রীভগবানের সেবা করতে পছন্দ করতেন।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের 'নরকাসুর বধ' নামক একোনষষ্টিতম অধ্যায়ের কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের দীনহীন দাসবৃন্দকৃত তাৎপর্য সমাপ্ত।